অনন্তকালের দিকে

২৭ জুন, ২০২৬ তারিখের পাঠ ১৩

"প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং কি হইব, তাহা এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব।"

(১ যোহন ৩:২)

যদিও জীবনভর ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁকে জানা অপরিহার্য, তবুও তা একজন খ্রিষ্টানের লক্ষ্য নয়।

আমরা আরও বড় কিছুর আকাঙ্ক্ষা করি। আমরা তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করতে চাই, যাঁর সঙ্গে এখানে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে এবং যাঁর সঙ্গে আমরা আলাপচারিতা করেছি।

সেই মুহূর্তটা আসতে আর কতক্ষণ? এরপর কী হবে? এই জ্ঞান আমার দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

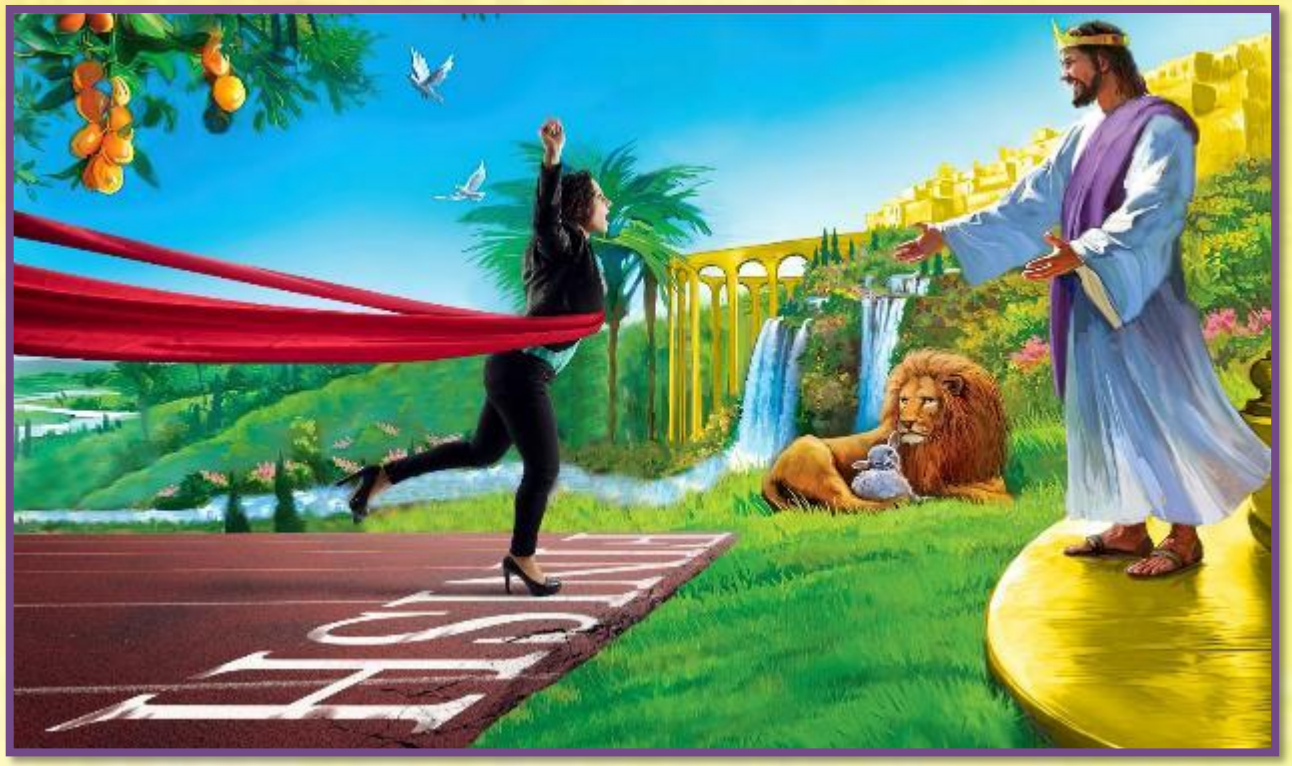

অপেক্ষার সময়

দ্বিতীয় আগমন

গৃহে প্রত্যাবর্তন

অনন্তকালে আমরা কী করব?

আমাদের দায়িত্ব

অপেক্ষার সময়

"কিন্তু ইহা জানিও, শেষ কালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে।" (২ তীমথিয় ৩:১)

যীশু আমাদের এমন কিছু চিহ্নের কথা বলে গেছেন যা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে ঘটবে। এগুলো হলো ধারাবাহিক কিছু পরিস্থিতি, যা সেই মুহূর্তটি যত ঘনিয়ে আসবে তত বেশি অবনতির দিকে যাবে (মথি ২৪:৬-১১):

- যুদ্ধ এবং যুদ্ধের গুজব
- জাতির বিরুদ্ধে জাতি
- প্লেগ, দুর্ভিক্ষ এবং ভূমিকম্প
- খ্রিস্টানরা ঘৃণিত হবে
- ব্যাপক ধর্মত্যাগ
- ভন্ড ভাববাদীরা যারা প্রতারণা করে

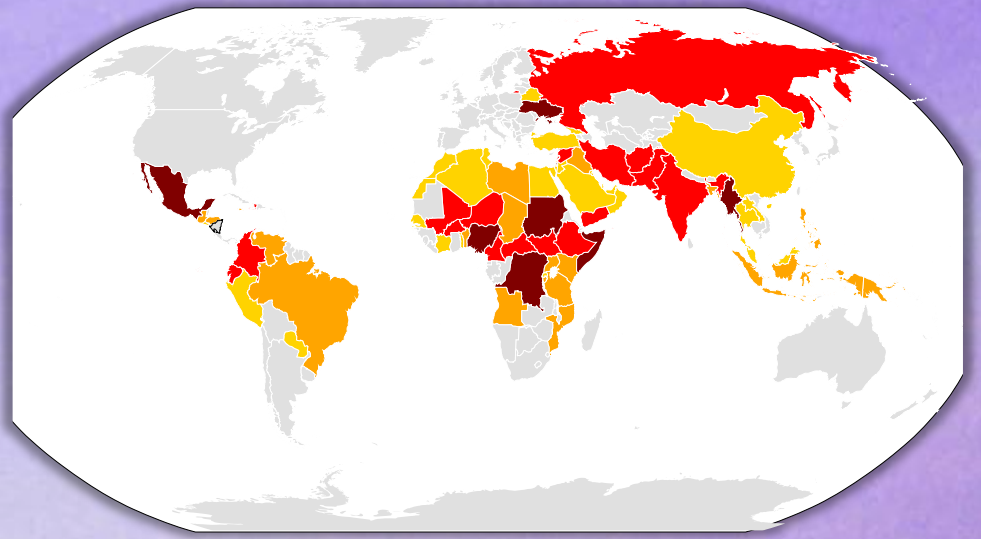

চলমান সশস্ত্র সংঘাতের মানচিত্র:

- বড় যুদ্ধ (১০,০০০ বা তার বেশি মৃত্যু)
- ছোটখাটো যুদ্ধ (১,০০০-৯,৯৯৯ মৃত্যু)
- সংঘর্ষ (১০০-৯৯৯ মৃত্যু)
- ছোটখাটো সংঘর্ষ ও সংঘর্ষ (১-৯৯ মৃত্যু)

এই "ভয়াবহ সময়ে" (২ তীমথিয় ৩:১) আমাদের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার জন্য, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এক সঠিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন ও আমরা তাঁর দ্বারাই পরিত্রাণ পেয়েছি।

একটি আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। আমাদের আসাফের মতো প্রার্থনা করতে হবে: "হে ঈশ্বর, আমাদের পুনরুদ্ধার করুন; আমাদের উপর আপনার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন, যেন আমরা পরিত্রাণ পাই" (গীতসংহিতা ৮০:৩)।

দ্বিতীয় আগমন

"আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।" (মথি ২৪:৩১)

মথি 24:29-31 এই মহান ঘটনার মূল ঘটনাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে, যার দৃশ্যটি অন্যান্য অনুচ্ছেদের দ্বারা পরিপূরক:

ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তূরীধ্বনি বেজে উঠবে এবং প্রতিটি মানুষের চোখ যীশুকে দেখতে পাবে, তখন আমরা বুঝতে পারব যে এই দীর্ঘ অপেক্ষাটা সত্যিই সার্থক ছিল। প্রতিটি ধৈর্যশীল প্রার্থনা, প্রতিটি মুহূর্ত যা আমরা তাঁর সাথে কাটানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছি, যতবার আমরা সাহসের সাথে তাঁর পক্ষে কথা বলেছি, এবং প্রতিটি পরীক্ষা—সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটবে তাঁর শ্রীমুখ দর্শনের মাধ্যমে।

মহাবিপর্যয়সমূহ পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে (প্রকাশিত বাক্য ৬:১২-১৪)

মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন প্রকাশিত হয়

(একটি ছোট মেঘ)

যীশু মেঘমালা ভেদ করে আবির্ভূত হন (প্রকাশিত বাক্য ১:৭)

তাঁর কণ্ঠস্বর মৃতদের পুনরুত্থিত করে এবং জীবিতদের রূপান্তরিত করে (যোহন ৫:২৮; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৬; ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২)

দূতেরা উদ্ধারপ্রাপ্তদের (বা পরিত্রাণপ্রাপ্তদের) একত্রিত করেন এবং তাঁদের যীশুর কাছে নিয়ে যান (১ থিষলনীকীয় ৪:১৭)

গৃহে প্রত্যাবর্তন

"আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।" (যোহন ১৪:২)

স্বর্গে একটি জায়গা আছে যা যীশু আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, বসবাসের জন্য একটি শহর: নিউ জেরুজালেম (যোহন ১৪:২; ইব্রীয় ১১:১০; প্রকাশিত বাক্য ২১:১০)।

এই নগরী এবং এর অধিবাসীগণ—অর্থাৎ আমরা—উভয়কেই "মেষশাবকের বধূ" বলা হয় (প্রকাশিত বাক্য ২১:২, ৯; প্রকাশিত বাক্য ১৯:৭-৮)।

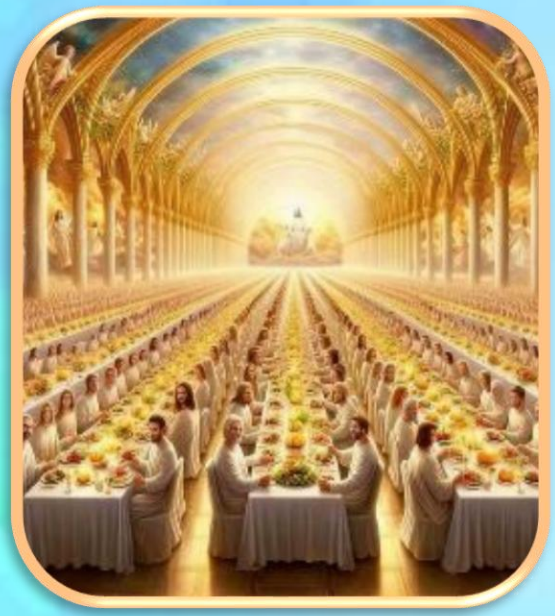

আমাদের নতুন বাড়িতে আমরা যে প্রথম অনুষ্ঠানে যোগদান করব তা অবিস্মরণীয় হবে: মেষশাবকের বিবাহ ভোজ (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৯)।

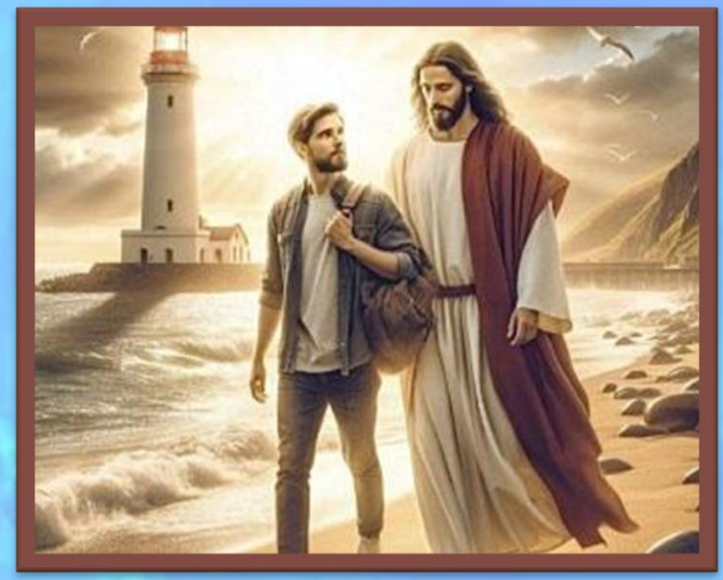

কিন্তু খ্রীষ্টের বধূ হতে হলে, প্রথমে আমাদের এই পৃথিবীতে তাঁর বধূ হতে হবে। এখনই যীশুর সাথে আমাদের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে। তাঁকে জানতে হবে। প্রতিদিন তাঁর সাথে কথা বলতে হবে। তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে। সেই দিনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, যেদিন আমরা তাঁর সাথে চিরকাল বাস করব।

অনন্তকালে আমরা কী করব?

"কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবন-জলের উনুইয়ের নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।" (প্রকাশিত বাক্য 7:17)

স্বর্গে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হবে যীশুকে দেখা এবং তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পারা।

কিন্তু আমরা সবসময় স্বর্গে বাস করব না। একটি সময় আসবে যখন আমরা পৃথিবীতে নামব, আমাদের শেষ বাড়ি (প্রকাশিত 21:1-3; গীত 37:9)। যদিও সেখানে মন্দ আর থাকবে না, তবুও যীশু আমাদের মেষপালক হবেন, কোমলভাবে আমাদের যত্ন নেবেন (ইসা. 25:8; রেভা. 7:17)।

অবশ্যই, এটি কোনো অলস জীবন হবে না। ঈশ্বর যেমন মানুষকে সৃষ্টি করার সময় একটি কাজ দিয়েছিলেন, তেমনি আমাদের প্রত্যেকেরই সেখানে একটি উদ্দেশ্য থাকবে। আমরা আমাদের জ্ঞান প্রসারিত করতে এবং ক্রমাগত নতুন নতুন বিস্ময় আবিষ্কার করতে সক্ষম হব।

এখন যা ঘটে তার বিপরীতে, তখন আমাদের চিন্তা-ভাবনা শতভাগ ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ থাকবে, যাঁর ভালোবাসা আমাদের সত্তার প্রতিটি তন্তুকে প্লাবিত করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১)।

আমাদের দায়িত্ব

"আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস। যে শুনে, সেও বলুক, আইস। আর যে পিপাসিত, সে আইসুক; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক। ." (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭)

নতুন যিরূশালেমে—যা আমাদের চিরন্তন গৃহ—ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে জীবন-জলের এক নদী প্রবাহিত হচ্ছে, যা জীবন-বৃক্ষকে পুষ্ট করছে (প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২)। প্রাচুর্যময় জীবন, অনন্ত জীবন।

তাঁর কাছে পৌঁছানো সম্পূর্ণ নিখরচায়; যীশুই তার মূল্য চুকিয়ে দিয়েছেন। আমরা একদিন পবিত্র আত্মার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং সেখানে পৌঁছানোর পথটি জানি, কিন্তু অন্যরা এখনও সেই পথ জানে না।

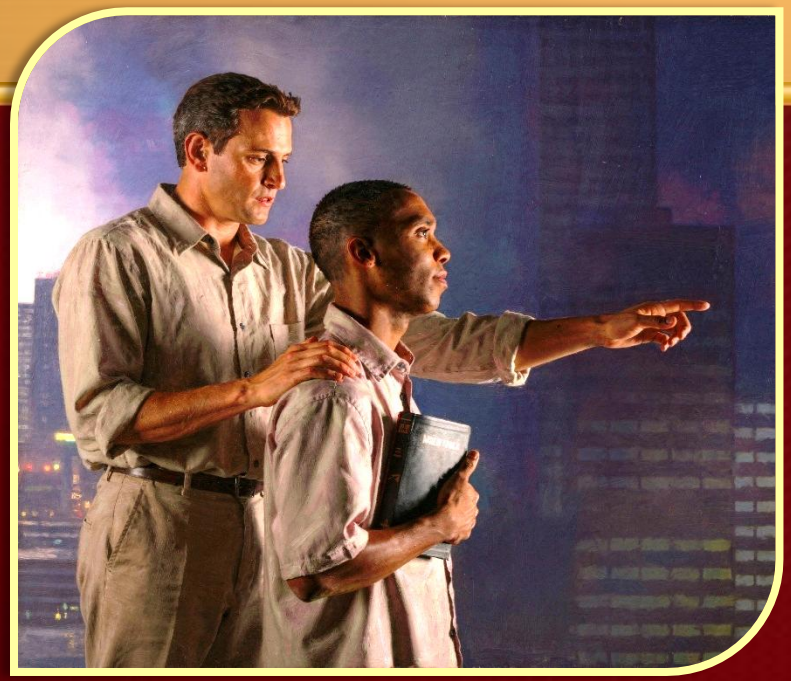

যাঁরা অনন্ত জীবন লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা করেন অথচ তা পাওয়ার উপায় জানেন না, তাঁদের প্রতি আমাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে: 'যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; আর যে ইচ্ছা করে, সে নিখরচায় জীবন-জল গ্রহণ করুক' (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭)।

যতদিন না সেই জল পান করার সময় আসে, আসুন আমরা অপেক্ষায় ক্লান্ত না হই। আসুন আমরা এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখি। আসুন, প্রভু যীশু।

“মহা-সংগ্রামের অবসান ঘটেছে। পাপ এবং পাপী আর নেই। সমগ্র মহাবিশ্ব এখন সম্পূর্ণ নির্মল। এক অভূতপূর্ব সম্প্রীতি ও আনন্দের স্পন্দন বয়ে চলেছে এই বিশাল সৃষ্টির বুক জুড়ে। যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছ থেকে জীবন, আলো এবং আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে এই অসীম মহাকাশের প্রতিটি প্রান্তে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে শুরু করে বৃহত্তম জগৎ পর্যন্ত—সজীব ও জড় সব কিছু, তাদের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য এবং নিখুঁত আনন্দে ঘোষণা করছে যে, ঈশ্বর হলেন প্রেম।”

EGW (The Great Controversy, p. 678)